প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার সংক্ষেপ

অনুঃ নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকার পরিমাণ	পৃষ্ঠা নং
১	২	৩	৪
১.	অস্থায়ী হাট-বাজার ইজারালব্ধ অর্থের ২০% অর্থ ও হাট-বাজার ইজারা মূল্যের ৫% সেলামী "৭-ভূমি রাজস্ব" খাতে জমা না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	১,৯৯,৬২,৬৪৩/-	৯
২.	ইজারা মূল্যের উপর ১৫% হারে ভ্যাট আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	১,৫৭,০১,৫৫৪/-	১০
৩.	পরিশোধিত বিল হতে কর্তনকৃত ভ্যাট সরকারি কোষাগারে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১,১৮,০৮,৯২১/-	১১
৪.	হাট বাজারের আদায়কৃত খাস এবং ইজারা মূল্যের উপর ১৫% হারে আদায়কৃত ভ্যাট সরকারি কোষাগারে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৭৩,৩৩,৯২২/-	১২
৫.	পরিশোধিত বিল হতে নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৮২,৬৭,৩৯১/-	১৩
৬.	বিবিধ ফি, ভাড়া, দোকান সেলামী, স্থান ও স্থাপনা ভাড়ার উপর নির্ধারিত হারে ভ্যাট আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৫৭,৩৪,৩০০/-	১৪
৭.	ইজারা মূল্যের উপর ৫% হারে আয়কর আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৪৮,৯২,৩৭৮/-	১৫
৮.	হাট বাজারের আদায়কৃত খাস এবং ইজারা মূল্যের উপর ৫% হারে আদায়কৃত আয়কর সরকারি কোষাগারে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২১,১২,৮০৫/-	১৬
৯.	পরিশোধিত বিল হতে আদায়কৃত আয়কর সরকারি কোষাগারে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২৩,৯৪,৪১৫/-	১৭
	সর্বমোট	**৭,৮২,০৮,৩২৯/-**	

অডিট বিষয়ক তথ্য ঃ

নিরীক্ষা অর্থ বৎসর ঃ ২০০৫-২০১৩

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ১৭টি জেলা পরিষদ, ৪২টি পৌরসভা, ৩৯টি উপজেলা পরিষদ এবং ০১টি বিএমডিএফ (প্রকল্প) এর প্রতিষ্ঠানসমূহ।

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ নিয়মানুগ অডিট।

নিরীক্ষার সময় ঃ ২০০৫ হতে ২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত।

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ পরীক্ষামূলক নিরীক্ষা-রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা, তথ্যাদি বিশ্লেষণ, বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে আলোচনা।

অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধান ঃ মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- আদায়কৃত ভ্যাট, আয়কর এবং ইজারা বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করা;
- যথাযথ কর্তৃপক্ষের দুর্বল মূল্যায়ন ও তদারকির অভাব;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা;
- পূর্ববর্তী অডিট আপত্তিসমূহের উপর গুরুত্বারোপ না করা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ ঃ

- বিধি মোতাবেক হিসাব সংরক্ষণ না করা;
- ক্যাশ বহি সংরক্ষণে অনিয়ম;
- রিপোর্ট রিটার্নে ভ্যাট ও আয়কর বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সরকারি খাতে জমার বিষয়টি প্রতিফলন না করা;
- প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য লিখিত দায়িত্ব বন্টন না থাকা;
- সরকারি বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ না করা;
- সরকারি অর্থ আদায় ও জমাদানের বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করা;
- ব্যয়ের ক্ষেত্রে দক্ষতা, মিতব্যয়িতা এবং ফলপ্রসূতার অভাব;

অডিটের সুপারিশঃ

- সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের জন্য ভ্যাট, আয়কর, ইজারা সংক্রান্ত বিধি-বিধান পরিপালন আবশ্যক।
- সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হার অনুযায়ী রাজস্ব আদায় করা আবশ্যক।
- অনাদায়ী রাজস্ব আদায় করে বিধি মোতাবেক সরকারি কোষাগারে জমা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা আবশ্যক।
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য কার্যকর ও লিখিত দায়িত্ব বন্টন করা আবশ্যক।
- সরকারি বিধি-বিধান, আদেশ নির্দেশ যথাযথভাবে পরিপালন এবং তদানুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যাপারে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ নং-০১॥

শিরোনাম ঃ **অস্থায়ী হাট-বাজার ইজারালব্ধ অর্থের ২০% অর্থ ও হাট-বাজার ইজারা মূল্যের ৫% সেলামী "৭-ভূমি রাজস্ব" খাতে জমা না করায় সরকারের ১,৯৯,৬২,৬৪৩/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পৌরসভা ও উপজেলা পরিষদের ২০০৫-২০১৩ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে হাট-বাজার ইজারার নথি, রেজিষ্টার ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, অস্থায়ী হাট-বাজার ইজারালব্ধ অর্থের ২০% অর্থ ও হাট-বাজার ইজারা মূল্যের ৫% সেলামী "৭-ভূমি রাজস্ব" খাতে জমা না করায় ২৪টি পৌরসভার ১,১২,৮৭,৩৯৪/- টাকা এবং ১০টি উপজেলা পরিষদের ৮৬,৭৫,২৪৯/-টাকা সর্বমোট ১,৯৯,৬২,৬৪৩/- টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট '০১' তে প্রদত্ত]।

অনিয়মের কারণ ঃ আলোচ্য ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিধির ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয় ঃ

- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রশাসন-২ শাখা ২১/০৯/২০১১খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং- ৪৬.০৪১.০৩০.০২.০০.০০২.২০১১.৮৭০ এর ১০.২ মোতাবেক যদি ঈদ বা অন্য কোন বিশেষ উপলক্ষে অস্থায়ী হাট-বাজার বা মেলা বসানোর প্রয়োজন পড়ে, তবে সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন জেলা প্রশাসকের পূর্ব অনুমতি গ্রহণ করিয়া প্রচলিত নীতিমালার বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক (যতদূর সম্ভব) ইজারা প্রদান করিবেন। ইজারালব্ধ অর্থের ২০% অর্থ "৭-ভূমি রাজস্ব" খাতের অধীনে "৪-হাট বাজার ইজারা হতে জমা" নামক গৌণ খাতে এবং ৯.২.১ মোতাবেক উপজেলার ক্ষেত্রে ও ৯.৩.১ মোতাবেক পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে প্রতিটি হাট-বাজারের ইজারালব্ধ আয় হইতে ৫% অর্থ সেলামীস্বরূপ সরকারকে "৭-ভূমি রাজস্ব" খাতে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে ইজারার টাকা আদায়ের ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে জমা প্রদান করিতে হইবে।

ফলাফল ঃ রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, আপত্তিকৃত অর্থ যথাযথ খাতে জমা করে অডিট অফিসকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি। কারণ বিধি মোতাবেক আপত্তিকৃত অর্থ যথাসময়ে যথাযথ খাতে জমাকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক ছিল। আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রমাণ স্বরূপ এ পর্যন্ত কোন অর্থ জমার প্রমাণক পাওয়া যায়নি। আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৬/১১/২০১৩খ্রিঃ হতে ২৬/১০/২০১৪খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ৯/১/২০১৪খ্রিঃ হতে ৮/১২/২০১৪খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৯/৩/২০১৪খ্রিঃ হতে ২০/১০/২০১৫খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক সমুদয় টাকা সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০২॥

শিরোনাম ঃ **ইজারা মূল্যের উপর ১৫% হারে ভ্যাট আদায় না করায় সরকারের ১,৫৭,০১,৫৫৪/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পৌরসভা, উপজেলা ও জেলা পরিষদের ২০০৫-২০১৩ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে ইজারা ও খাস সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, খাস আদায়, খোয়ার, খেয়াঘাট, ফেরীঘাট, পুকুর, জলমহাল এবং হাট বাজার ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে ১৫% হারে ভ্যাট আদায় না করায় ০৮টি জেলা পরিষদের ২৮,৪৭,৮১২/- টাকা, ১৩টি পৌরসভার ৯৮,৭১,২৭৬/-টাকা এবং ০৭টি উপজেলা পরিষদের ২৯,৮২,৪৬৬/- টাকা সর্বমোট ১,৫৭,০১,৫৫৪/- টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট '০২' তে প্রদত্ত]।

অনিয়মের কারণ ঃ আলোচ্য ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিধির ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয় ঃ

- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ২১/০৯/২০১১খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-৪৬.০৪১.০৩০.০২.০০.০০২.২০১১.৮৭০ হাট বাজার নীতিমালা এর অনুঃ ৩.৪ ও ১৪.২ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস,আর,ও নং-৬৩/মূসক/২০১১ তারিখঃ ২৯/০৬/২০১১খ্রিঃ মোতাবেক ইজারাদারের নিকট হতে ১৫% হারে ভ্যাট আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করার বিধান রয়েছে।
- মূল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১ এর ৬(৪গ) ধারা মোতাবেক উৎসে মূল্য সংযোজন কর আদায়/কর্তন এবং জমা প্রদানের বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও যদি উক্ত উপ-ধারার অধীন সেবামূল্য বা কমিশন, পরিশোধকারী ব্যক্তি মূল্য সংযোজন কর আদায়, কর্তন ও জমা প্রদানে ব্যর্থ হন, তাহলে উক্ত মূল্য সংযোজন কর, সেবামূল্য বা কমিশন পরিশোধযোগ্য ব্যক্তির ব্যক্তিগত টাকা/তহবিল হতে মাসিক ২% (দুই শতাংশ) হারে দন্ড সুদসহ আদায়যোগ্য।

ফলাফল ঃ রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের লক্ষ্যে যথাযথ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক। আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রমাণস্বরূপ এ পর্যন্ত কোন অর্থ জমার প্রমাণক পাওয়া যায়নি। আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৯/১১/২০১৩খ্রিঃ হতে ২৬/১০/২০১৪খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৯/০১/২০১৪খ্রিঃ হতে ০৩/১২/২০১৪খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২০/৪/২০১৪খ্রিঃ হতে ০১/১২/২০১৪খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত ১,৫৭,০১,৫৫৪/- টাকা এবং জড়িত দণ্ডসুদ বাবদ অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৩॥

শিরোনাম ঃ **পরিশোধিত বিল হতে ভ্যাট বাবদ কর্তনকৃত ১,১৮,০৮,৯২১/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১২টি পৌরসভার ২০০৫-২০১৩ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে ক্যাশ বহি, সংশ্লিষ্ট নথি, বিল-ভাউচার ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, পূর্ত ও উন্নয়নমূলক কাজের পরিশোধিত বিল হতে কর্তনকৃত ভ্যাট সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকারের ১,১৮,০৮,৯২১/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট '০৩' তে প্রদত্ত।]

অনিয়মের কারণ ঃ আলোচ্য ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিধির ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয় ঃ

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস,আর,ও নং-১৮২-আইন/২০১২/৬৪০-মূসক তারিখ ০৭/০৬/২০১২খ্রিঃ মোতাবেক ঠিকাদারী (পূর্ত ও নির্মাণ কাজের) বিল থেকে ৫.৫% হারে কর্তনকৃত ভ্যাট সরকারি কোষাগারে জমাযোগ্য এবং মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা ১৯৯১ এর বিধি ১৮ মোতাবেক ভ্যাট কর্তনের ১৫ দিনের মধ্যে ট্রেজারী চালানে সরকারি কোষাগারে জমার বিধান রয়েছে।
- মূল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১ এর ৬(৪গ) ধারা মোতাবেক উৎসে মূল্য সংযোজন কর আদায়/কর্তন এবং জমা প্রদানের বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও যদি উক্ত উপ-ধারার অধীন সেবামূল্য বা কমিশন, পরিশোধকারী ব্যক্তি মূল্য সংযোজন কর আদায়, কর্তন ও জমা প্রদানে ব্যর্থ হন, তাহলে উক্ত মূল্য সংযোজন কর, সেবামূল্য বা কমিশন পরিশোধযোগ্য ব্যক্তির ব্যক্তিগত টাকা/তহবিল হতে মাসিক ২% (দুই শতাংশ) হারে সুদসহ আদায়যোগ্য।

ফলাফল ঃ রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, যাচাই ও নথি পর্যালোচনা সাপেক্ষে জমাদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি। কারণ নথি যাচাই ও পর্যালোচনার লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি। আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৯/০১/২০১৪খ্রিঃ হতে ০২/১১/২০১৪খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৪/০২/২০১৪খ্রিঃ হতে ০৩/১২/২০১৪খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৮/০৫/২০১৪খ্রিঃ হতে ১৭/০৬/২০১৫খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত ১,১৮,০৮,৯২১/-টাকা এবং জড়িত দণ্ডসুদ বাবদ অর্থ আদায় করে সত্বর সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৪॥

শিরোনাম ঃ **হাট বাজারের আদায়কৃত খাস এবং ইজারা মূল্যের উপর ১৫% হারে আদায়কৃত ভ্যাট বাবদ ৭৩,৩৩,৯২২/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পৌরসভা, উপজেলা ও জেলা পরিষদের ২০০৮-২০১৩ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে ইজারা ও খাস সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, হাট বাজারের খাস এবং ইজারা মূল্যের উপর (যেমন- হাট-বাজার, ফেরীঘাট, খেয়াঘাট, দীঘি, জমি, বাস টার্মিনাল ও জলমহাল ইজারা) ১৫% হারে আদায়কৃত ভ্যাট সরকারি কোষাগারে জমা না করায় ০৪টি জেলা পরিষদের ১২,২২,৩১০/- টাকা, ০৬টি পৌরসভার ৫২,৯০,৯৭৮/- টাকা এবং ০৪টি উপজেলা পরিষদের ৮,২০,৬৩৪/- টাকা সর্বমোট ৭৩,৩৩,৯২২/- টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট '০৪' তে প্রদত্ত।]

অনিয়মের কারণ ঃ আলোচ্য ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিধির ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয় ঃ

- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রশা-২ শাখার স্মারক নং-৪৬.০৪১.০৩০.০২.০০.০০২.২০১১.৮৭০ তারিখঃ ২১/০৯/২০১১ খ্রিঃ এর উপ-অনুচ্ছেদ- ৪.৮ অনুযায়ী হাট বাজারের খাস আদায়কৃত অর্থ হতে (খাস আদায় খরচ বাদে) ১৫% হারে ভ্যাট সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের নির্দেশ রয়েছে।
- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগের ০৭/০২/২০০৮খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং- প্রজেই-২/হ-৫/২০০৮/১১৬/১(৫৫০০) মোতাবেক হাটবাজার ইজারা প্রদানকালে স্থিরকৃত মূল্যের উপর ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে অতিঃ ১৫% অর্থ মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) আদায় পূর্বক ট্রেজারী চালানে ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জমা প্রদান করতে হবে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস,আর,ও নং- ৬৩/মূসক/২০১১ তারিখঃ ২৯/০৬/২০১১খ্রিঃ মোতাবেক ইজারাদারের নিকট হতে ১৫% হারে আদায়কৃত ভ্যাট সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করার বিধান রয়েছে।
- একই মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-প্রজেই-২/ফ-১/২০০৩/২৬২(৫২৭২) তারিখঃ ১৯/০৪/২০০৩খ্রিঃ এর নির্দেশ অনুযায়ী খেয়াঘাট/ফেরীঘাটের ইজারা মূল্যের উপর ১৫% ভ্যাট কর্তন করে ০৭(সাত) কর্মদিবসের মধ্যে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নথি নং-১৪(৭) মূসক-বাস্তবায়ন সেবা ও আবঃ/২০০৭/১৩(১-৫৮) তারিখঃ ০২/০৯/২০০৯খ্রিঃ এর বিধান অনুযায়ী ইজারামূল্য/লিজমানি/সেলামী/খেয়াঘাট ও দীঘি ইজারা মূল্যের উপর ১৫% হারে মূল্য সংযোজন কর আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের নির্দেশ রয়েছে।
- মূল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১ এর ৬(৪গ) ধারা মোতাবেক উৎসে মূল্য সংযোজন কর আদায়/কর্তন এবং জমা প্রদানের বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও যদি উক্ত উপ-ধারার অধীন সেবামূল্য বা কমিশন, পরিশোধকারী ব্যক্তি মূল্য সংযোজন কর আদায়, কর্তন ও জমা প্রদানে ব্যর্থ হন, তাহলে উক্ত মূল্য সংযোজন কর, সেবামূল্য বা কমিশন পরিশোধযোগ্য ব্যক্তির ব্যক্তিগত টাকা/তহবিল হতে মাসিক ২% (দুই শতাংশ) হারে দন্ড সুদসহ আদায়যোগ্য। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি।

ফলাফল ঃ রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, আপত্তিকৃত ভ্যাট শীঘ্রই সংশ্লিষ্ট খাতে জমা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে অডিট অফিসকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক। তবে আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রমাণ স্বরূপ এ পর্যন্ত কোন অর্থ জমার প্রমাণক পাওয়া যায়নি। আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৩/১২/২০১৩খ্রিঃ হতে ০২/১১/২০১৪খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২০/০১/২০১৪খ্রিঃ হতে ০৩/১২/২০১৪খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৮/০৬/২০১৪খ্রিঃ হতে ২০/০৪/২০১৫খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত ৭৩,৩৩,৯২২/- টাকা এবং জড়িত দণ্ডসুদ বাবদ অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৫॥

শিরোনাম ঃ **পরিশোধিত বিল হতে নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করায় ৮২,৬৭,৩৯১/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পৌরসভা, উপজেলা ও জেলা পরিষদের ২০০৭-২০১৩ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে ক্যাশ বহি, সংশ্লিষ্ট নথি, বিল-ভাউচার ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, পূর্ত কাজের পরিশোধিত বিভিন্ন বিল হতে নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করায় ০৩টি জেলা পরিষদের ৪,৫৫,৯৩১/-টাকা, ০৫টি পৌরসভার ১৩,৮২,২৬২/- টাকা এবং ১৬টি উপজেলা পরিষদের ৬৪,২৯,১৯৮/- টাকা সর্বমোট ৮২,৬৭,৩৯১/- টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট '০৫' তে প্রদত্ত]।

অনিয়মের কারণ ঃ আলোচ্য ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিধির ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয় ঃ

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস,আর,ও নং- ২০১-আইন/২০১০/৫৫০-মূসক তারিখঃ ১০/০৬/২০১০খ্রিঃ এবং সাধারণ আদেশ নং-৯/মূসক/২০১১ তারিখঃ ১২/১০/১১খ্রিঃ অনুযায়ী নির্ধারিত ৫.৫% হারে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

ফলাফল ঃ রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, আপত্তির যথার্থতা স্বীকার করে আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক। তবে আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রমাণ স্বরূপ এ পর্যন্ত কোন অর্থ জমার প্রমাণক পাওয়া যায়নি। আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৪/১২/২০১৩খ্রিঃ হতে ২৪/০৭/২০১৪খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২০/০১/২০১৪খ্রিঃ হতে ০৬/১১/২০১৪খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২২/০৪/২০১৪খ্রিঃ হতে ২০/০৪/২০১৫খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক সমুদয় টাকা এবং জড়িত দণ্ডসুদ বাবদ অর্থ সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৬॥

শিরোনাম ঃ **বিবিধ ফি, ভাড়া, দোকান সেলামী, স্থান ও স্থাপনা ভাড়ার উপর নির্ধারিত হারে ভ্যাট আদায় না করায় সরকারের ৫৭,৩৪,৩০০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পৌরসভা, উপজেলা ও জেলা পরিষদ এবং বাংলাদেশ মিউনিসিপল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (BMDF), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৮-২০১৩ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আদায় ও জমা সংক্রান্ত রেজিষ্টার ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, বিবিধ প্রকার ফি, যেমন- ঠিকাদারী ও ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু, নবায়ন ফি, নকশা অনুমোদন ফি, পানি সংযোগ ও পুনঃ সংযোগ ফি, সাইন বোর্ড ফি, শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনাপত্তির ছাড়পত্রের ফি, আবেদনপত্র ও আবেদনপত্র প্রসেসিং ফি, কনসালটেন্সি ফি, রোড রোলার, মিকচার মেশিন, বিল বোর্ড ভাড়া ও বিভিন্ন দোকান সেলামীর উপর ১৫% হারে এবং বিভিন্ন স্থান ও স্থাপনা (কমিউনিটি সেন্টারসহ বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত বিভিন্ন মার্কেটের দোকান) ভাড়ার উপর ৯% হারে ভ্যাট আদায় না করায় ০২টি জেলা পরিষদের ৫,২৯,৯৯৭/- টাকা, ১২টি পৌরসভার ৩৫,০৯,৫৭২/- টাকা, ০২টি উপজেলা পরিষদের ২,৫৬,৮৯৮/- টাকা এবং BMDF কার্যালয়ের ১৪,৩৭,৮৩৩/- টাকা সর্বমোট ৫৭,৩৪,৩০০/- টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট '০৬' তে প্রদত্ত]।

অনিয়মের কারণ ঃ আলোচ্য ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিধির ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয় ঃ

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ৩০/০৬/২০১০খ্রিঃ তারিখের এস,আর,ও নং- ২৪৪-আইন/২০১০/৫৬৪-মূসক এর নির্দেশ অনুযায়ী এবং কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ভ্যাট সার্কেল, মোল্লা বাড়ী সড়ক, গোয়াল চামট, ফরিদপুর কার্যালয়ের ২৭/১০/১০খ্রিঃ তারিখের নথি নং-৪র্থ/এ৬(৫) ফরিদ-পৌর/ট্রেড সার্ভিস/৯৯/১২২৫ এর নির্দেশ অনুযায়ী সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রদানকৃত লাইসেন্স, ফি, রয়্যালিটি, কমিশন, চার্জ, ফি বা অন্য কোনভাবে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থের উপর ১৫% হারে ভ্যাট কর্তন করার বিধান রয়েছে।
- মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা ১৯৯১ এর বিধি-১৮(ঙ) এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরিপত্র নং-১৪(৭) মূসক-বাস্তবায়ন সেবা ও আব:/২০০৭/১৩৬(৯) তারিখঃ ০২/০৯/২০০৯খ্রিঃ মোতাবেক কর্তনকৃত ভ্যাট ১৫(পনের) দিনের মধ্যে সরকারি কোষাগারে জমাযোগ্য।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস,আর,ও নং-০৯-আইন/২০১১/৪৮০-মূসক তারিখঃ ০৯/০১/২০১১ ও এস,আর,ও নং-১৮২-আইন/২০১২/৬৪০-মূসক তারিখঃ ০৭/০৬/২০১২খ্রিঃ এর সেবার কোড S০৭৪.০০ মোতাবেক স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারীর নিকট হতে ৯% হারে মূসক (ভ্যাট) কর্তন করার বিধান রয়েছে।
- মূল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১ এর ৬(৪গ) ধারা মোতাবেক উৎসে মূল্য সংযোজন কর আদায়/কর্তন এবং জমা প্রদানের বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও যদি উক্ত উপ-ধারার অধীন সেবামূল্য বা কমিশন, পরিশোধকারী ব্যক্তি মূল্য সংযোজন কর আদায়, কর্তন ও জমা প্রদানে ব্যর্থ হন, তাহলে উক্ত মূল্য সংযোজন কর, সেবামূল্য বা কমিশন পরিশোধযোগ্য ব্যক্তির ব্যক্তিগত টাকা/তহবিল হতে মাসিক ২% (দুই শতাংশ) হারে দন্ড সুদসহ আদায়যোগ্য।
- কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি।

ফলাফল ঃ বিধি লংঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট খাতে জমা প্রদান করে অডিট অফিসকে অবহিত করা হবে। কতিপয় অফিস জানায় যে, বিধানটি অজানা থাকায়/ সংশ্লিষ্ট পরিপত্র(সার্কুলার) না থাকায় আদায় করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা হবে এবং কিছু অফিস জবাব দানে বিরত থাকে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি। কারণ সরকারি আদেশ/বিধি মোতাবেক আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের এবং আদায়কৃত অর্থ সরকারি খাতে জমাকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক ছিল। আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রমাণ স্বরূপ এ পর্যন্ত কোন অর্থ জমার প্রমাণক পাওয়া যায়নি। আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৪/১২/২০১৩খ্রিঃ হতে ০২/১১/২০১৪খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৫/০২/২০১৪খ্রিঃ হতে ও ০৩/১২/২০১৪খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৯/০৪/২০১৪খ্রিঃ হতে ১৭/০৬/২০১৫খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে আধা-সরকারি পত্র মূলে জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক সমুদয় টাকা এবং জড়িত দণ্ডসুদ বাবদ অর্থ সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৭॥

শিরোনাম ঃ **ইজারা মূল্যের উপর ৫% হারে আয়কর আদায় না করায় সরকারের ৪৮,৯২,৩৭৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পৌরসভা, উপজেলা ও জেলা পরিষদের ২০০৫-২০১৩ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে ইজারা ও খাস সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, খাস আদায়, খোয়ার, খেয়াঘাট, ফেরীঘাট, পুকুর, জলমহাল ও হাট বাজার ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে ৫% হারে আয়কর আদায় না করায় ০৬টি জেলা পরিষদের ১০,৬৬,৮৪৮/- টাকা, ০৮টি পৌরসভার ২৭,২৪,০৮৯/- টাকা, ০৭টি উপজেলা পরিষদের ১১,০১,৪৪১/-টাকা সর্বমোট ৪৮,৯২,৩৭৮/- টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট '০৭' তে প্রদত্ত।]

অনিয়মের কারণ ঃ আলোচ্য ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিধির ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয় ঃ

- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ২১/০৯/২০১১খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-৪৬.০৪১.০৩০.০২.০০.০০২.২০১১.৮৭০ হাট বাজার নীতিমালা এর অনুঃ ৩.৪ ও ১৪.১ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস,আর,ও নং-১৬০-আইন/আয়কর/২০০৭ তারিখঃ ২৮/০৬/০৭খ্রিঃ মোতাবেক ইজারা মূল্যের উপর ৫% হারে আয়কর আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করার বিধান রয়েছে।
- আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ ধারা ৫৭ মোতাবেক আয়কর কর্তন/আদায় বা জমাদানের বিলম্বের ক্ষেত্রে মাসিক ২% (দুই শতাংশ) হারে করের অতিরিক্ত আদায়যোগ্য। আলোচ্য ক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি।

ফলাফল ঃ রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে অডিট অফিসকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক। তবে আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রমাণ স্বরূপ এ পর্যন্ত কোন অর্থ জমার প্রমাণক পাওয়া যায়নি। আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৯/১১/২০১৩খ্রিঃ হতে ২০/০৭/২০১৪খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৯/০১/২০১৪খ্রিঃ হতে ০৬/১১/২০১৪খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৯/০৩/২০১৪খ্রিঃ হতে ১৩/০১/২০১৫খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত ৪৮,৯২,৩৭৮/-টাকা এবং জড়িত দণ্ডসুদ বাবদ অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৮॥

শিরোনাম ঃ **হাট বাজারের আদায়কৃত খাস এবং ইজারা মূল্যের উপর ৫% হারে আদায়কৃত আয়কর বাবদ ২১,১২,৮০৫/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পৌরসভা, উপজেলা ও জেলা পরিষদের ২০০৮-২০১৩ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে ইজারা ও খাস সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, হাট বাজারের খাস আদায়কৃত টাকা হতে এবং বিভিন্ন ইজারা মূল্যের উপর (যেমন- হাট-বাজার, খেয়াঘাট, দীঘি ও জলমহাল ইজারা) ৫% হারে আদায়কৃত আয়কর সরকারি কোষাগারে জমা না করায় ০২টি জেলা পরিষদের ৩,২০,৬৮৩/- টাকা, ০৪টি পৌরসভার ১৬,৬৬,৫২৮/-টাকা এবং ০১টি উপজেলা পরিষদের ১,২৫,৫৯৪/- টাকা সর্বমোট ২১,১২,৮০৫/- টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট '০৮' তে প্রদত্ত।]

অনিয়মের কারণ ঃ আলোচ্য ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিধির ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয় ঃ

- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রশা-২ শাখার স্মারক নং-৪৬.০৪১.০৩০.০২.০০.০০২.২০১১.৮৭০ তারিখঃ ২১/০৯/২০১১খ্রিঃ এর উপ-অনুচ্ছেদ- ৪.৮ অনুযায়ী হাট বাজারের খাস আদায়কৃত অর্থ হতে (খাস আদায় খরচ বাদে) ৫% হারে আয়কর সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের নির্দেশ রয়েছে।
- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগের ০৭/০২/২০০৮খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-প্রজেই-২/হ-৫/২০০৮/১১৬/১(৫৫০০) মোতাবেক হাটবাজার ইজারা প্রদানকালে স্থিরকৃত মূল্যের উপর ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে অতিঃ ৫% অর্থ আয়কর আদায়পূর্বক ট্রেজারী চালানে ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জমা প্রদান করতে হবে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস,আর,ও নং-১৬০-আইন/আয়কর/২০০৭ তারিখঃ ২৮/০৬/০৭খ্রিঃ মোতাবেক ইজারা মূল্যের উপর ৫% হারে আয়কর আদায়যোগ্য।
- একই মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- প্রজেই-২/ফ-১/২০০৩/২৬২(৫২৭২) তারিখঃ ১৯/০৪/২০০৩খ্রিঃ এর নির্দেশ অনুযায়ী খেয়াঘাট/ফেরীঘাটের ইজারা মূল্যের উপর ৫% আয়কর কর্তন করে ০৭(সাত) কর্মদিবসের মধ্যে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নথি নং- ১৪(৭) মূসক-বাস্তবায়ন সেবা ও আবঃ/২০০৭/১৩৬(৯) তারিখঃ ০২/০৯/২০০৯খ্রিঃ এর বিধান অনুযায়ী ইজারামূল্য/লিজমানি/সেলামী/খেয়াঘাট ও দীঘি ইজারা মূল্যের উপর কর্তনকৃত আয়কর ০৩(তিন) দিনের মধ্যে সরকারি কোষাগারে জমাযোগ্য।
- আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ ধারা ৫৭ মোতাবেক আয়কর কর্তন/আদায় বা জমাদানের বিলম্বের ক্ষেত্রে মাসিক ২% (দুই শতাংশ) হারে করের অতিরিক্ত আদায়যোগ্য।
- কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি।

ফলাফল ঃ রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, আপত্তিকৃত অর্থ শীঘ্রই সংশ্লিষ্ট খাতে জমা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে অডিট অফিসকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক। তবে আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রমাণস্বরূপ এ পর্যন্ত কোন অর্থ জমার প্রমাণক পাওয়া যায়নি। আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৩/১২/২০১৩খ্রিঃ হতে ০২/১১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২০/০১/২০১৪খ্রিঃ হতে ০৩/১২/২০১৪খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৮/০৬/২০১৪খ্রিঃ হতে ২২/২/২০১৫খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত ২১,১২,৮০৫/- টাকা এবং জড়িত দণ্ডসুদ বাবদ অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৯॥

শিরোনাম ঃ **পরিশোধিত বিল হতে আদায়কৃত আয়কর বাবদ ২৩,৯৪,৪১৫/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পৌরসভা ও জেলা পরিষদের ২০০৫-২০১৩ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে ক্যাশ বহি, সংশ্লিষ্ট নথি, বিল-ভাউচার ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, পূর্ত ও উন্নয়নমূলক কাজের পরিশোধিত বিভিন্ন বিল হতে আদায়কৃত আয়কর সরকারি কোষাগারে জমা না করায় ০১টি জেলা পরিষদের ৭,৪২,৮৪০/- টাকা এবং ০৬টি পৌরসভার ১৬,৫১,৫৭৫/- টাকা সর্বমোট ২৩,৯৪,৪১৫/- টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট '০৯' তে প্রদত্ত।]

অনিয়মের কারণ ঃ আলোচ্য ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিধির ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয় ঃ

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং- ২৬২/আইন/আয়কর/২০১০খ্রিঃ, তারিখঃ ০১/০৭/২০১০খ্রিঃ Income Tax Ordinance-1984 এর Rule-16 এর সিডিউল অনুযায়ী আয়কর কর্তন করে সরকারি কোষাগারে জমার বিধান রয়েছে এবং আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর বিধি ১৩ মোতাবেক উৎসে কর্তনকৃত আয়কর কর্তনের তারিখ হতে ০৭ (সাত) কর্ম দিবসের মধ্যে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট খাতে জমা প্রদান করতে হবে।
- এছাড়াও বাংলাদেশ ট্রেজারী রুলস্ ৭(১) মোতাবেক আদায়কৃত অর্থ দ্রুত সরকারি কোষাগারে জমা করতে হবে।
- আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ ধারা ৫৭ মোতাবেক আয়কর কর্তন/ আদায় বা জমাদানের বিলম্বের ক্ষেত্রে মাসিক ২% (দুই শতাংশ) হারে করের অতিরিক্ত আদায়যোগ্য।
- কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি।

ফলাফল ঃ রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, যাচাই ও নথি পর্যালোচনা সাপেক্ষে জমাদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক। কিন্তু আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রমাণস্বরূপ এ পর্যন্ত কোন অর্থ জমার প্রমাণক পাওয়া যায়নি। আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৩/১২/২০১৩খ্রিঃ হতে ২১/১০/২০১৪খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৫/০২/২০১৪খ্রিঃ হতে ০৩/১২/২০১৪খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৯/০৪/২০১৪খ্রিঃ হতে ২২/০২/২০১৫খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত ২৩,৯৪,৪১৫/- টাকা এবং জড়িত দণ্ডসুদ বাবদ অর্থ আদায় করে সত্বর সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

(আবুল কালাম আজাদ)
মহাপরিচালক
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

ক

Abbreviation & Glossary

BMDF = Bangladesh Municipal Development Fund (BMDF)

ISSAI = International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI)

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন ঃ ২০১৩-২০১৪

স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

[স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১৭টি জেলা পরিষদ, ৪২টি পৌরসভা, ৩৯টি উপজেলা পরিষদ এবং ০১টি বিএমডিএফ (প্রকল্প) এর ২০০৫-২০১৩ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত]

স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
রিপোর্টের সন ঃ ২০১৩-২০১৪

প্রথম খণ্ড

স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

অর্থ বছর ঃ ২০০৫-২০১৩

স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচিপত্র

ক্রমিকনং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	মুখবন্ধ	
২	Abbreviation & Glossary	ক
৩	প্রথম অধ্যায়	১
৪	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩
	অডি টবিষয়ক তথ্য	৫
	ম্যানেজমেন টইস্যু	৬
	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহেরকারণ	৬
	অডিটের সুপারিশ	৬
৫	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিটঅনুচ্ছেদসমূহ)	৭-১৭
৬	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	১৭
৭	অনুচ্ছেদভিত্তিক পরিশিষ্ট	দ্বিতীয় খণ্ড

মুখবন্ধ

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। তাছাড়া, দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল(এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫ অনুযায়ী সকল Statutory Public Authority ও Local Authority এর হিসাবও নিরীক্ষা করার জন্য বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। স্থানীয় সরকার বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ১৭ টি জেলা পরিষদ, ৪২ টি পৌরসভা, ৩৯ টি উপজেলা পরিষদ এবং ০১ টি বিএমডিএফ (প্রকল্প) এর ২০০৫-২০০৬ হতে ২০১২-২০১৩অর্থ বছরের আর্থিক কার্যক্রমের ওপর স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষাপূর্বক এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

৩। নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে / ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পূনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

৪। এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ৯ টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ অফিস প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের মূখ্য হিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে এবং প্রাপ্তি সাপেক্ষে তাঁদের লিখিত জবাব বিবেচনাপূর্বক এ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৫। এ নিরীক্ষা সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়নে বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক জারীকৃত Government Auditing Standards অনুসরণ করা হয়েছে।

৬। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ এবং দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

১০ বৈশাখ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

তারিখঃ ----------

২৩ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

স্বাক্ষরিত

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)

কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ